যুগান্তর

তারিখ 5 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ইউজিসির প্রতিবেদনে উদ্বেগ : দেশ থেকে অবাধে মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশ থেকে ব্যাপক হারে মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে। সরকারি ভর্তুকিতে গ্রাজুয়েট হয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেখান থেকে আর ফিরছে না। এর ফলে জনগণের অর্থে তৈরি হওয়া ওইসব গ্রাজুয়েটের সেবা থেকে দেশ-জাতি বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের উচ্চশিক্ষা দেখভালকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) এ উদ্বেগের কথা জানিয়েছে তাদের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে। সম্প্রতি ওই প্রতিবেদনটি রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের কাছে পেশ করা হয়েছে। এটি জাতীয় সংসদ অধিবেশনেও পেশের কথা রয়েছে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ সোমবার যুগান্তরকে বলেন, এ ঘটনাকে বলা হয়ে থাকে 'ব্রেইন ড্রেন' (মেধা পাচার)। গবেষণার পরিবেশ না থাকা, পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় বৃত্তির অভাব এবং আনুষঙ্গিক কারণে এটি ঘটে থাকে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে কেবল সরকারিভাবে এ খাতের পৃষ্ঠপোষকতা কঠিন। যদি বেসরকারি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন খাতকে শক্তিশালী করে এবং সরকার যদি মেধাবীদের গবেষণার সুযোগ দেয় তাহলে এ মেধা পাচার কমতে পারে। তবে তা একদম বন্ধ হবে না। এরপর হয়তো উন্নত জীবনের তাগিদে অনেকে চলে যাবে। তিনি গবেষণায় কর্পোরেট জগতের অবদান নিশ্চিত করতে লাভের একটা অংশ বাধ্যতামূলকভাবে গবেষণায় দানের সুপারিশ করে বলেন, ব্রাজিলসহ 'সেন্ট্রালাইজড উদ্বেগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

উদ্বেগ : প্রতিবেদনে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইকনোমিনি'র (কেন্দ্রীয় অর্থনীতি) কর্পোরেট হাউসগুলো লাভের একটা অংশ গবেষণায় দিয়ে দেয়। বিশেষ করে ব্রাজিল লাভের আড়াই ভাগ দান করে থাকে। আমাদের দেশেও হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নিজেদের গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে পারে।

অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, তবে আজ যা 'ব্রেইন ড্রেন' তা একদিন 'রিভার্স'ও হতে পারে। এক সময় ভারত ও চীন থেকে এভাবে মেধা পাচারের ঘটনা ঘটত। কিন্তু ভারত জীবন, বেতন-ভাতা, গবেষণার সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা ও কাজের সুযোগ দেয়ায় ওই দুদেশের অনেকেই চলে এসেছে। তাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ৯ ভাগে পৌঁছার পর এভাবে ফিরে আসার ঘটনা দেখা গেছে। তবে এটা ঠিক যে, মেধা সঠিকভাবে লালন না করলে আজ যা 'ব্রেইন ড্রেইন' তা কিন্তু 'ব্রেইন ইন না ড্রেইন' হওয়ারও আশংকা থেকে যায়।

ইউজিসির প্রতিবেদনে এছাড়া উচ্চশিক্ষার মানের ব্যাপারে দারুণভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, যদিও উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই উচ্চশিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ওপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করছে। প্রতিবেদনে ৩৫টি সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে— শিক্ষার বিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, মানসম্মত শিক্ষাদান এবং সব নাগরিকের কাছে উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করে তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আবশ্যক। আর মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করা। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের ব্যাচেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমকালীন কোর্স-কারিকুলাম প্রণয়ন জরুরি। উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের জন্য গবেষণাকেও গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। আর একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, পাঠাগার উন্নত করতে হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেসনলট, অধিক পরীক্ষার সময়লোচনা করা হয়। তবে মেডিকেল কলেজের মতো এতদিনে প্রভিন্ন হয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে কেন সুপারিশ হয়নি। অবশ্য এটা করা গেলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সময়, অর্থ অপচয় আর ভোগান্তি কমতো। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রুটিপূর্ণ ভর্তি ব্যবস্থা, গদাকাটা ফিসহ অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার মানের অবনতির পেছনে দায় অনেকটা তাদের। এটা রোধে 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এর বাইরে সময়ের পরিবর্তনের কারণেই ইউজিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সুপারিশও রয়েছে ইউজিসি এতে।